আমরা এতিম হয়ে গেছি,আমার বাবার খুনিদের বিচার চাই : নিহত সোহাগের মেয়ে

ব্যবসায়ী নিহত সোহাগের ছেলেমেয়ে: সংগৃহীত ছবি

ঢাকার মিটফোর্ডে নির্মম হত্যার শিকার ব্যবসায়ী সোহাগের বিচার চেয়েছেন তার মেয়ে ও পরিবারের সদস্যরা। সোহাগের মেয়ে সোহানা বলেন, “আমরা এখন এতিম হয়ে গেছি, এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? বাবাকে যারা হত্যা করেছে, আমরা তাদের বিচার চাই।”

শুক্রবার (১১ জুলাই) সকালে নিহত সোহাগের মরদেহ ঢাকা থেকে বরগুনার নিজ বাড়িতে নেওয়া হয়। পরে বরগুনা সদর উপজেলার ঢলুয়া ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামে মায়ের কবরের পাশে তার দাফন সম্পন্ন হয়।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সোহাগের বয়স যখন মাত্র সাত মাস, তখন বজ্রপাতে তার বাবা আইউব আলী মারা যান। এরপর জীবিকার তাগিদে মা আলেয়া বেগম ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে সোহাগ 'মেসার্স সোহানা মেটাল' নামে একটি দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি স্ত্রী লাকি বেগম ও সন্তানদের নিয়ে কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরা কদমতলী এলাকার মডেল টাউনে বসবাস করতেন।

LENS ASIA

পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সোহাগের দোকান থেকে প্রতি মাসে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হতো। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় প্রথমে দোকানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বুধবার (৯ জুলাই) বিকেলে সোহাগকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে চাঁদার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। তিনি রাজি না হওয়ায় তাকে আটকে রেখে নির্মমভাবে মারধর করা হয় এবং একপর্যায়ে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

সোহাগের বোন ফাতেমা বেগম বলেন, “ভাই ১০-১৫ বছর ধরে ব্যবসা করছিলেন। তারা তার ব্যবসাটাও কেড়ে নিতে চেয়েছিল। শুধু চাঁদা না দেওয়ার কারণে এভাবে তাকে হত্যা করা হলো।”

সোহাগের স্ত্রী লাকি বেগম বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে চাঁদা দাবি করা হচ্ছিল। তারা আমার স্বামীর ব্যবসা সহ্য করতে পারছিল না। প্রতি মাসে দুই লাখ টাকা চাওয়া হতো। তাতে রাজি না হওয়ায় ওকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।”

নিহতের পরিবার দ্রুত অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।